সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য:- (Similarities and differences between Sensation and Perception)

সংবেদন হল প্রত্যক্ষের সরলতম উপাদান এটি একটি মানসিক বৃত্তি। অন্তর্মুখী স্নায়ুর বহিঃপ্রান্ত উদ্দীপিত হলে উদ্দীপনা অন্তর্মুখী স্নায়ু পথে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কেন্দ্রে সঞ্চালিত হলে মস্তিষ্কে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ওই আলোড়ন সম্পর্কীয় প্রাথমিক চেতনাকে সংবেদন বলা হয়।

সংবেদন ও প্রত্যক্ষ দুটি পৃথক বিষয় নয়। বলা যায় আমাদের মানসিক প্রক্রিয়ার যে দুটি দিক আছে তার একটি সংবেদন অন্যটি প্রত্যক্ষ। আমাদের এমন কোন সংবেদন পাইনা যা প্রত্যক্ষে পরিণত হয়নি। সংবেদন হল প্রত্যক্ষের পূর্ববর্তী মানসিক অবস্থা। আমরা সংবেদন ও প্রত্যক্ষের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পাই যেগুলি নিম্নরূপ :-

<u>সাদৃশ্য</u> :- আমাদের ইন্দ্রিয় উদ্দীপনা সংবেদন ও প্রত্যক্ষের কারণ। বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে সংবেদন সৃষ্টি হয় উদ্দীপনা সৃষ্টি না হলে যেমন সংবেদন সম্ভব নয় তেমনি প্রত্যক্ষও সম্ভব নয়।

সংবেদন একদিকে যেমন বস্তুর ওপর নির্ভরশীল অর্থাৎ বস্তুমুখি, তেমনি আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। তবে আমরা জানি সংবেদন থেকে যে চেতনার উদ্ভব হয় তা অস্পষ্ট তা স্বল্পতা পায় যখন সংবেদনকে ব্যাখ্যা করা হয় অর্থাৎ সংবেদন যখন প্রত্যক্ষে পরিণত হয় তখন চেতনা স্পষ্ট রূপ পায়।

<u>বৈসাদৃশ্য</u> :- আমরা সংবেদন ও প্রত্যক্ষের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করি। সংবেদন বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক বোধ। কিন্তু প্রত্যক্ষ হল সংবেদনের অর্থকরণ। আমরা যখন সংবেদনেকে ব্যাখ্যা করি তখন তা প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। উদ্দীপনার

অর্থবোধ সংবেদনে হয়না, আমরা বলতে পারি যে প্রত্যক্ষের স্তরে এই অর্থজ্ঞান আমাদের হয়।

সংবেদন জ্ঞানের উপাদান যোগায়। সংবেদনকে আমরা জ্ঞান বলতে পারিনা। প্রত্যক্ষে আমরা সংবেদনের সুবিন্যস্ত সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করি - জেমসের বক্তব্যটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। জেমস বলেন – 'সংবেদন বস্তুর পরিচিতিমাত্র, আর প্রত্যক্ষ হল বস্তুটি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান'।

সংবেদনে আমরা বস্তুর পরিচয় পাই অন্যদিকে প্রত্যক্ষে নির্বাচন, সাদৃশ্য করন, পৃথকীকরণ, স্মরণ, প্রত্যভিজ্ঞা - ইত্যাদি বিষয়ের সাহায্যে উপাদানগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে তাৎপর্য লাভ করে।

সংবেদনে আমরা একটি বস্তুর প্রাথমিক বোধ বা চেতনা লাভ করি - যেমন আপেল সম্পর্কে ধারনা। একে ভারতীয় দর্শনে উল্লিখিত প্রত্যক্ষের যে বিভাগ অর্থাৎ নির্বিকল্প প্রত্যক্ষের অনুরূপ বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে প্রত্যক্ষ হলো বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান। এই স্তরে আমরা কমলালেবুকে গুন সমন্বিত বস্তু হিসেবে জানি। অর্থাৎ সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বলতে ভারতীয় দর্শনের যা পাই, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ - তার অনুরূপ বলে মনে হয়।

জেমস সংবেদন সম্পর্কে মন্তব্য করেন – 'সংবেদন হল বস্তুর সাথে নিছক পরিচয় (acquaintance) আর প্রত্যক্ষ হল বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান (knowledge)' । সংবেদনের বস্তুর গুণের পরিচয় হয় না। যেমন কোন হলুদ রঙের ফুল যখন দেখি, তখন হলুদ বর্ণের সংবেদন ছাড়া প্রথমে আমি আর কিছুই পাই না, কিন্তু যখনই প্রত্যক্ষের স্তরে প্রবেশ করি তখন ফুলটি যে হলুদ ফুল সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আমরা লাভ করি।

সংবেদন একটি সরল মানসিক অবস্থা, তুলনামূলকভাবে প্রত্যক্ষ জটিল মানসিক অবস্থা।

সংবেদনে আমরা একটি বস্তুর আংশিক চেতনা পাই, কিন্তু প্রত্যক্ষে বস্তুটির সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করি। একটি বস্তুর এক বা একাধিক অংশ সম্পর্কে চেতনা ও সংবেদনে পাই। কিন্তু প্রত্যক্ষে আমরা বিভিন্ন অংশের জ্ঞান পাই। এখানে বস্তুটি এক বা একাধিক বিষয় সমন্বিত হয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়ে ধরা দেয়।

সংবেদন হল উপস্থাপনমূলক, অন্যদিকে প্রত্যক্ষকে উপস্থাপনমূলক ও পুনরুজ্জীবনমূলক প্রক্রিয়া বলি। সংবেদনে আমরা কোন বস্তুর বর্তমান পরিচয় পাই। কিন্তু প্রত্যক্ষে সংবেদনের বর্তমান অবস্থার সাথে জড়িত অতীত অভিজ্ঞতাকে একটা নতুন উপস্থাপিত রূপে দেখতে পাই অর্থাৎ অভিজ্ঞতার সাহায্যে বর্তমান রূপ কে পুনরুজ্জীবিত করে বস্তুতে আরোপ করি।

এই প্রসঙ্গে বলতে পারি যে বিশুদ্ধ সংবেদন বলে কিছু থাকতে পারে না। যখন কোন সংবেদন আমাদের হয় তখনই আমরা প্রত্যক্ষে তাকে ব্যাখ্যা করি। আমরা যদি মনোবিদদের উল্লিখিত বক্তব্যের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে তারা বিভিন্নভাবে সংবেদন ও প্রত্যক্ষর ব্যাখ্যা দিয়েছেন – যেমন মনোবিদ উডওয়ার্থ (Woodworth) 'Psychology' নামক বইয়ের ষষ্ঠ সংস্করণে বলেছেন – 'সংবেদন হল উদ্দীপকের প্রতি প্রথম প্রতিক্রিয়া। আর প্রত্যক্ষ হল উদ্দীপকের প্রতি দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া'।

যদিও আমরা উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করলাম তবুও আমরা বলব এই পার্থক্য আপেক্ষিক। আমরা কখনই উভয়ের মধ্যে এইভাবে সীমারেখা টানতে পারিনা গেস্টাল্টবাদী মনোবিদেরা কখনোই এই পার্থক্যকে স্বীকার করেন না। আমরা কখনই কোন সংবেদনকে নিছক সংবেদন বলতে পারিনা। সংবেদন সর্বদাই প্রত্যক্ষের একটি বিশ্লেষিত দিক বলে বিবেচিত হয়।